মুখবন্ধ

এই গবেষনা-গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা'। এই কাজ শুরু করেছিলাম ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। বাংলা বিভাগের গবেষণা-বৃত্তি নিয়ে, শেষ করেছি ১৯৯৩এর জানুয়ারী মাসে। সময় লেগেছে ঠিক ৫ বছর।

এমন একটি বিষয় নির্বাচনের মুহূর্তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথাটা মনে হয়েছিল, যিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আখ্যা দিয়েছেন, 'Poet-seer' অর্থাৎ কবি-দর্শক। কবি-দর্শক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জীবনকে বিচিত্রভাবে দেখেছেন, আর সেই দেখার ভেতর দিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর নানান ভাবনা গড়ে উঠেছে। সেইসব ভাবনাগুলি একত্রিত ক'রে তার একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরাই আমার লক্ষ্য, বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় বা Proposition সমগ্র আলোচনাটি তার উপরেই বিধৃত।

এই কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই আমাকে আধুনিক কালের গবেষণা-পদ্ধতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। এর অন্যতম দিক হচ্ছে সূত্র-সংকেতের আর্ন্তজাতিক পদ্ধতি, যা আমি আমার লেখায় যথাযথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু, সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, আমি মনে মনে বিশেষজ্ঞের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের প্রবণতা পরিহার করেছি। তার বদলে, আমার উপজীব্য হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত করা বা তুলে ধরা। বস্তুত, অকারণে অন্যের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার চিহ্ন এই কারণেই বর্তমান আলোচনায় খুব একটা পাওয়া যাবে না। সর্বোপরি, উদ্ধৃতির ভারে আমার কাজকে ভারাক্রান্ত করতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। তবে প্রয়োজনে অবশ্যই আমাকে কোথাও কোথাও কোন বিশিষ্ট অভিমত উল্লেখ করতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মূলত রবীন্দ্রকাব্যকে কেন্দ্র করেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি, তবে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য রবীন্দ্ররচনারও উল্লেখ করেছি।

৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৩

শম্পা পাল চৌধুরী
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়